02

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0.8 APR. 1997

পৃঃ ১ কলাম ৪

পরীক্ষা কমিটি অনুমোদন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি

দেশের ২২টি হোমিও মেডিকেল কলেজের ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারছে না

আবদুল মান্নান ।। দেশের ২২টি হোমিও মেডিকেল কলেজের প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাদের ফাইনাল পরীক্ষাসহ বাৎসরিক পরীক্ষাসমূহ দিতে পারছে না। পরীক্ষা কমিটি গঠন অনুমোদন নিয়ে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি এবং মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতার কারণে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যবান শিক্ষা জীবন ব্যাহত হচ্ছে। অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে। একটি দায়িত্ব সূত্র জানায়, বিগত বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও সেই সমস্যাও জটিলতা কাটানো সম্ভব হয়নি। সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের মনগড়া পরীক্ষা কমিটি গঠন করায় এই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড যে সকল সদস্যকে

(৪-এর পাতায় দেখুন)

দেশের ২২টি হোমিও মেডিকেল কলেজের ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারছে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে পরীক্ষা কমিটি গঠনের সুপারিশ করবে মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করার কথা। কিন্তু, বিগত ৪/৫ বছর যাবত মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন না করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয় একটি মনগড়া কমিটি বোর্ডের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই জটিলতার কারণে ১৯৯৩-৯৪ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রথমে পরীক্ষা দিতে পারেনি। পরে মন্ত্রণালয় পরীক্ষা কমিটি গঠন অনুমোদন করলে ঐ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয় যে পরীক্ষা কমিটি গঠন করেছে তা ১৯৮৩ সালের নতুন অধ্যাদেশের ২৩ ধারার পরিপন্থী। ইতোপূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে না জানিয়ে বোর্ড ৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে অটো-পাস ঘোষণা করে। যে বোর্ড বৈধ ছিল না। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষাকমিটি বোর্ড কর্তৃক নিয়োগদানের সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে উক্ত শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ত্বরিত গতিতে সম্ভব হতো। সূত্র জানায়, পরীক্ষাকমিটি গঠনের জটিলতার শিকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে ১৯৯৪-৯৫ সেশনের চতুর্থ বর্ষের ৯ হাজার, '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং '৯৬-৯৭ সেশনের প্রথম বর্ষের সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

এদিকে পরীক্ষা গ্রহণের জটিলতায় ছাত্র-ছাত্রীরা গভীর উদ্বেগ ও হতাশার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। ১ থেকে দেড় বছর যাবত এসব হোমিও মেডিকেল কলেজের ১০০০ শিক্ষক বেতনাদি পাচ্ছে না। কারণ, অনিশ্চিত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা বেতনাদি দিচ্ছে না। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এমএম আবুল মনসুর জানান, আইনের জটিলতার কারণে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হোক এটা কারও কাম্য হওয়া উচিত নয়।

তিনি জানান, সরকার ইচ্ছা করলে সকল জটিলতা নিরসন করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষা জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, আমরা সেশনজট নিরসনে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণের মাধ্যমে সেশনজট নিরসনের জন্য শিক্ষকদের একটি সুপারিশ পেয়েছি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড দেশের ২২টি হোমিও মেডিকেল কলেজের সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড, পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।